'সুকল্যাণ দি এনটোরেজ'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান 'পরিক্রমা ২৬' অনুষ্ঠিত হল উত্তম মঞ্চে।

# অনবদ্য 'পরিক্রমা ২৬'

**কৃষ্ণা কর:** বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুকল্যাণ ভট্টাচার্যর নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র 'সুকল্যাণ দি এনটোরেজ'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান 'পরিক্রমা ২৬' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল উত্তম মঞ্চে। শিল্পীর গুরু কল্যাবতী দেবীর 'গৌরাঙ্গ আহ্বান' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

এদিনের প্রথম নিবেদন ছিল 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনযাত্রা-আধারিত) এবং নৃত্যনাট্য 'পূজারিণী'। এরপর ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীতে মঞ্চস্থ হয় সরস্বতী বন্দনা (বৃন্দাবনী রাগ), শিব পঞ্চাক্ষরী স্তোত্র, কৌশুতম (আদি তাল, হাংসধ্বনি রাগ) এবং অষ্টপদী (অভিনয়)। সৌরভ চ্যাটার্জির সপ্রতিভ নৃত্যে এই অভিনয় অংশটি সকলকে মুগ্ধ করে।

পরবর্তী উপস্থাপনা 'আলোকো অ্যান ক্রেডস'। পরিবেশনায় সংস্থার খুদে শিল্পীরা। আলেক্সার কাছে ভগবান প্রীকৃষ্ণের গল্প শুনতে চায় তারা। এখানে কৃষ্ণলীলার চারটি ঘটনা (পুতনা বধ, কালিয়া দমন, গোবর্ধন লীলা এবং কংস বধ) পরিবেশিত হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাচিত কিছু গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয় 'নানা রঙের দিনগুলি' পর্বে। এর মধ্যে কিছু গানের ('মেঘের পালক চাঁদের নোলক', 'নেশা লাগিল রে', 'মন দেব না' ইত্যাদি) নৃত্য পরিচালনা করে সুকল্যাণ ভট্টাচার্য। সুকল্যাণের নৃত্য পরিকল্পনা এবং নৃত্যে দলবদ্ধ বিন্যাস গঠন সকলের নজর কাড়ে। একতাযুক্ত অনবদ্য, আসাধারণ। সুকল্যাণের দক্ষ পরিচালনায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে করে করে ভরতনাট্যম এবং সর্বশেষে বাংলা চলচ্চিত্রের গান— প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের (সেহেলি, নীলাঞ্জনা, অন্বিতা, সন্দীপ, তাপস, স্নেহা, পায়েল, সুমন, অঙ্কন, রিয়া প্রমুখ) প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যে প্রতিটি পরিবেশনা দৃষ্টিনন্দন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু সঞ্চালনা করেন সুপর্ণা মজুমদার।

# শতায়ু সন্তোষ

২০২৫-এ শতবর্ষ পূর্ণ হল বাংলার প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতা সন্তোষ দত্তের। ১৯২৫-এর ৭ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। প্রথমে ওড়িয়া মঞ্চের অভিনেতা ছিলেন এই ব্যস্ত আইনজীবী। 'থিয়েটারে তাঁর অভিনয় দেখেই সত্যজিৎ রায় প্রথম তাঁকে সিনেমায় অভিনয় করতে ডাকেন 'পরশপাথর'-এ। তারপর সত্যজিৎ 'তিন কন্যা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'গুপী গাইন বাঘা বইন' 'অন অরণ্য' পেরিয়ে 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর জটায়ু। তাঁর জটায়ু এমনই উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, সত্যজিৎ তাঁর উপন্যাসের জটায়ুকে সন্তোষ দত্তের আদলেই আঁকতে থাকেন। এবং সন্তোষ দত্তের মৃত্যুর পর সত্যজিৎ রায় ঘোষণা করেন, আর হিন্দি ফিল্মুলাকে নিয়ে ছবি করবেন না। কারণ, জটায়ু নেই।

সন্তোষ দত্ত ছায়া আর কাউকেই তিনি জটায়ু হিসেবে ভাবতে পারতেন না। একজন অভিনেতার কাছে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে।

শতবর্ষ পূর্ণ করা সন্তোষ দত্তকে নিয়ে একটি সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা করেছে 'টেবেলী' পত্রিকা। সংখ্যাটির যথার্থ নাম— 'শতায়ু সন্তোষ'। এই সংখ্যায় সন্তোষ দত্তর মূল্যবান সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ রয়েছে। তাঁর প্রিয় মুক্ত গদ্য, কবিতা ও একটি নাটকের খসড়া ছাপা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে নয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা। আছে অনেক ছবি। নাটকের এবং সিনেমার সন্তোষ দত্তকে নানাভাবে দেখতে চেয়েছে এই পত্রিকা। ৪০৮ পাতার এই পত্রিকার জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞতা। সম্পাদক গুরুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্পাদকীয় টিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছেন সন্তোষ দত্তকে নিয়ে। শতবর্ষে যেন ফিরে এলেন সন্তোষ দত্ত, নতুনভাবে। তাঁকে প্রণাম।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ এবং সিনেমার প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতা সন্তোষ দত্ত শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন। 'জটায়ু' তো তিনি বটেই, কিন্তু তাঁর পরিচয় আরও বিস্তৃত। তাঁকে ফিরিয়ে আনল টেবেলী পত্রিকা।

সন্তোষ দত্তের ছবি পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে। এঁকেছেন দিবাকর সুন্দ

# বিভূতিভূষণ স্মরণে নতুন রাগ

**সংস্কৃতি প্রতিবেদন:** দশাপাটে গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল জীবন, জল ভরা পুকুর, ধান ভরা খেত, গাছের শামিয়ানা ঢাকা মেঠো পথ, শরতে সাদা পেঁজা তুলোর মতো ভরে থাকা কাশবন, দূরে কালো ধোঁয়ায় মায়াজাল বুনে ছুটে চলা রেলগাড়ি যেন চলেছে কোনও অচিনপুরের উদ্দেশে, সাথে মন কেমন করা বাঁশির সুর। এভাবেই বিভূতিভূষণ এঁকেছেন এক সরল জীবন উদযাপনের আলপনা তাঁর অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'তে। অপু-দুর্গা সেই সরলতার প্রতিনিধি।

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণে রেখে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক-বাদ্যযন্ত্রী দেবজ্যোতি মিশ্র সৃষ্টি করলেন রাগ বিভূতি। রাগ বৈশিষ্ট্য— এর আরোহণে রাগ দুর্গা, অবরোহণে রাগ ভৈরবীর উপস্থিতি। এই মিশ্র রাগ গ্রাম-বাংলার মেঠো সুরকে বুকে বেঁধে রাখে। শুধু রাগ সৃষ্টি করেছেন এমনটা নয়, সাত মাত্রার তালে একটি গানও বেঁধে ফেলেছেন দেবজ্যোতি।

রাগ সৃষ্টি করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র, বেঁধেছেন বন্দিশ।

কেসিসি ঠৌকশখানা বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক-বাদ্যযন্ত্রী দেবজ্যোতি মিশ্র এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করলেন, অপূর্ব বাজনা— অপূর্ব ট্রিলজির আবহসঙ্গীত। কেসিসির আন্তর্পথিয়েটারে।

পথের পাঁচালী, অপুর সংসার, অপরাজিত— সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টির হাত ধরে বেঁধে দেখতে পেল অপু-দুর্গাকে। এর মধ্যে সুর সংযোজন করলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। সেও এক দুই বন্ধুর গল্প। এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে এল নানা সুর, সুরে ডুবে থাকা অনেক কথা, গান। অপু-দুর্গার বৃষ্টির বুনো, হরিহর আর সর্বজয়ার হাহাকার, সব সুরে সুরে ফুটে উঠল। দক্ষিণামোহন ঠাকুর, অলোকনাথ বে, রবিশঙ্কর বাজার মেঠো সুর পৌঁছে দিলেন বিশ্বের দরবারে। এদিন এঁদের সবাইকে স্মরণ করা হল।

এদিনের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন মেশকী (সরোদ), সৌম্যজ্যোতি (বাঁশি), দেবায়ন (এস্রাজ ও তার সানাই), সুভাষ (সেতার), সুশ্রিত্ত (ভাইব্রোফোন)। গান ছিলেন সোনাকী, অরিত্র। উপরি পাওনা ছিল অলোকনাথ দের নাতি হাম্পটু-র নাজানো বাঁশিতে পথের পাঁচালীর সুর।

দেবজ্যোতি মিশ্র বললেন, আমি খুব খুশি যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে একটা রাগ সৃষ্টি করেছি। রাগ বিভূতি। সেই রাগে আমারই সৃষ্টি করা বন্দিশ গাওয়া হল এই বিশেষ অনুষ্ঠানে।

# দেবী চৌধুরানী

**সংস্কৃতি প্রতিবেদন:** বহরমপুর নৃত্যাশ্রম এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উদযাপন করল চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য 'দেবী চৌধুরানী'। পরিবেশন করেন বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের শিল্পীরা। নৃত্যশিল্পীদের ব্যসাধ্যবন্ধ পরিবেশনার পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী মনিমালা চক্রবর্তী, যাঁর আবেগময় আবৃত্তি পরিবেশনাগুলিকে এক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

নৃত্যনাট্য ছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ঘরানার নৃত্য। রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য এবং বাংলা ও হিন্দি গানের আধুনিক নৃত্যরূপ। মোট ৮০ জনেরও বেশি শিল্পী এই সন্ধ্যায় মঞ্চে অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা মুগ্ধ করে রেখেছিলেন হলভর্তি দর্শককে। এই অনবদ্য অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের কর্ণধার স্বর্ণালি দে প্রামাণিক। তাঁর নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রশংসনীয়।

বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুপ্রতীক চক্রবর্তী, গৌতম পুষিলাল, অভিজিৎ সরকার, অমিতাভ ব্যানার্জি। তাঁদের উপস্থিতি প্রেরণা জুগিয়েছে শিল্পীদের। সব মিলিয়ে, বহরমপুর নৃত্যাশ্রম উপহার দিল এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# উদীশার নৃত্য সুধা

**সংস্কৃতি প্রতিবেদন:** সম্প্রতি বালী রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল উদীশা নৃত্য স্মৃতির অনুষ্ঠান 'নৃত্য সুধা-২০২৬'। ওই সংস্থা এ বছর ২৫ বছরে পা দিল। সেই উপলক্ষে এই সর্বনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার ওরুতে ছিল গৌড়ীয় নৃত্য ও ভরতনাট্যম। উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী ভাস্বতী ভাদুড়ি এবং কথক নৃত্যশিল্পী ঝুমুর ঘোষ। অনুষ্ঠানে ছিল কথাশিল্পের আবৃত্তি। সবশেষে ছিল নৃত্যানেখা 'উদ্ভরের পথে'। তার পরিকল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সহযোগিতায় ছিলেন মীনাক্ষী সেন, সায়ন্তনী চ্যাটার্জি, সৃজন্যা চক্রবর্তী, সুজিতা ঘোষ, তনয়া দে এবং সুমজিতা সরকার। নৃত্য আলেখ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সংস্থার শিশুশিল্পীদের নৃত্যনাট্য 'বীরপুরুষ' দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

# সপ্রাণ উপস্থাপনা

**সংস্কৃতি প্রতিবেদন:** চৈত্র সংক্রান্তির দিনে রাজা সঙ্গীত অ্যাকাডেমির ক্বাঁ- চকচকে নতুন সভাগৃহ মাতিয়ে রাখল সিউড়ির অগ্রবাহিনী কয়েকজন গায়ক-গায়িকা। এরা সকলেই ইন্দ্রনীল দত্তর ছাত্রছাত্রী। বাংলা সিরিয়াল এবং মঞ্চের এই সময়ের কুশলী গায়ক ইন্দ্রনীল তাঁর মাতৃভূমি সিউড়িতে গড়ে তুলেছেন ইন্দ্রনীল সঙ্গীত অ্যাকাডেমি। সেখান থেকেই অভিভাবকদের নিয়ে ছোটরা ঘলবেঁধে এল। সমবেত এবং একক গানে মুগ্ধতার কিছু বেশিই দিল তারা। এসো হে বৈশাখ এবং জগৎ জুড়ে উদার সুরে— এই দু'খানি সম্বেলক ছাড়াও অন্বিতা দাস, রুপসা গুহঠাকুরতা, শিঞ্জন, সুপ্রতিম নসিপুরী গুরুর মান রাখল। ছোটদের গানের পাশে উৎসাহ সহকারে ছিলেন বড়রাও। উপালি চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন মুখার্জি, দেবজিৎ রায়, শমিক পাল, অরিত্র দাশগুপ্ত, মধুরা ভট্টাচার্য, চন্দ্রাবলী ও দীপাবলী, দেবাদৃত চট্টোপাধ্যায় এবং অলক রায়চৌধুরীকে সঙ্গে পেয়ে ছোটদের উৎসাহ বেড়ে গেল। সু-সমাপন ইন্দ্রনীলের গানে।

ইন্দ্রনীল সঙ্গীত
অ্যাকাডেমির শিল্পীরা

মঞ্চ এবং সিনেমার প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতা সন্তোষ দত্ত শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন। 'জটায়ু' তো তিনি বটেই, কিন্তু তাঁর পরিচয় আরও বিস্তৃত। তাঁকে ফিরিয়ে আনল টেবেলী পত্রিকা।

সন্তোষ দত্তের ছবি পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে। এঁকেছেন দিবাকর সুন্দ

ADITYA BIRLA CAPITAL

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, বেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: জি-কর্প টেক পার্ক, ফ্লোর নং ৮, কাসার ওয়াড়াভলি, ঘোড়বন্দর রোড, ঠানে, মহারাষ্ট্র-৪০০৬০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৪(১) অধীনে]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দেটাইলড বিজ্ঞপ্তি পরিচয়।

এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে জানানো হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে সংশোধিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীনে এবং প্রদত্ত ডিমান্ড নোটিশের ভিত্তিতে আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এবিএইচএফএল) এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করেছে। নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন করা উচিত নয় এবং সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন করা হলে তা এবিএইচএফএল-এর চুক্তির অধীনে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির অধিকার সাপেক্ষে হবে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদার/ সহ-জামিনদারের নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | এফআইআর তারিখ | দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ | দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১. দিপ্তীশ চক্রবর্তী, সম্পত্তির ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ১১ ব্লক: ৭, ফ্লাটের এলাকা ৬৫৭ বর্গ ফুট, সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ৮৪৩ বর্গ ফুট, ফ্লোর নং ৪৪৯, এম আর এন নং ১৪০৩, ব্লাক এন নং ১৮১, বিল্ডিং নং ১৬৯, ব্লাক এন নং ১৩৩, বিল্ডিং নং ১৬৯, ব্লাক এন নং ৪৩১